ভোরের কাগজ

MAR. 29 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ .....

পাকিস্তানি মাদ্রাসা থেকে শত শত বিদেশী ছাত্রকে বহিষ্কার

আল-কায়েদার সদস্য হতে পারে এই আশঙ্কায় পাকিস্তানি মাদ্রাসাগুলো থেকে শত শত বিদেশী শিক্ষার্থীদের চলতি মাসে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা কর্মকর্তারা গত বুধবার জানান, তরুণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে আনার সরকারি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। গত ২৩ মার্চের মধ্যে এই সব শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র জমা দেওয়া কিংবা তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সরকার এক নির্দেশ জারি করেছিল। এপি।

পাকিস্তানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত বুধবার জানান, মাদ্রাসাগুলো সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে এবং আইনভঙ্গকারীদের খুঁজে বের করতে মাদ্রাসাগুলোতে শিগগিরই অভিযান চালানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। আফগানিস্থানে মার্কিন অভিযান শুরু হওয়ার পর ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষার্থী গত বছর পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে।

পাকিস্তানের এক মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক সলিম উল্লাহ খান জানান, তালেবান শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আশঙ্কায় অনেক দেশের দূতাবাস তাদের দেশের শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেওয়ায় তারা মাদ্রাসা ত্যাগ করছে। এদের অধিকাংশই আফগান বলে খান জানান। বাকিরা পাকিস্তানে বৈধভাবে বসবাস করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর পেশোয়ারের বিখ্যাত দারুল উলুম হাক্কানিয়া মাদ্রাসা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে ৭০০ আফগান ও কিছু আরব শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে। এই মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা সাড়ে ৩ হাজার থেকে আড়াই হাজারে নেমে এসেছে বলে মাদ্রাসার এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মওলানা হামিদুল হক জানান। তিনি জানান, চলতি বছরে তারা কোনো বিদেশী শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাননি।

ধারণা করা হয়, পাকিস্তানের ৭ থেকে ৮ হাজার মাদ্রাসায় প্রায় ৭ লাখ ইসলামি জঙ্গি লেখাপড়া করছে, এদের অধিকাংশই আফগান। এদের অনেকেরই বিভিন্ন উগ্রপন্থী দলসহ আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার ধারণা।

পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত শহর লাহোরের এক মাদ্রাসা কর্মকর্তা মওলানা লতিফুর রহমানের মতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। তিনি বলেন, আমরা কোনো শিক্ষার্থীকে ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পাঠাইনি। যারা ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তেই তা করেছে বলে রহমান মন্তব্য করেন। তার মাদ্রাসা জামিয়া জিয়া-উল-উলুম থেকে ১৮ জন আফগান শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য পাকিস্তান ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে রহমান জানান।